গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
সেতু বিভাগ
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১০২তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : জনাব ওবায়দুল কাদের, মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ
তারিখ : ২৭/৩/২০১৪
সময় : বেলা ১২:০০ টা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ পরিশিষ্ট-'ক'

সভার সভাপতি জনাব ওবায়দুল কাদের, মাননীয় মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় এর সদয় সম্মতিক্রমে সেতু বিভাগের সচিব এবং বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম সভার আলোচ্যসূচি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন।

আলোচ্যসূচি-১: ১০১ তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ

সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক ১০১ তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর আলোকপাত করে এতে আলোচনাসহ সিদ্ধান্তসমূহ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে কি না সে বিষয়ে সদস্যবৃন্দের আলোচনার জন্য অনুরোধ জানান। ১০১তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর কোন সদস্যের মন্তব্য/আপত্তি না থাকায় সভায় তা সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়।

আলোচ্যসূচি-২ : ১০১ তম বোর্ড সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিতকরণ

সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক গত ২৫/০৮/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ১০১ তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সভায় অবহিত করেন। সভায় উপস্থিত বোর্ডের সম্মানিত সদস্যগণ অর্জিত বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

আলোচ্যসূচি-৩: পদ্মা সেতু নির্মাণ সম্পর্কিত অগ্রগতি অবহিতকরণ

৩.১। সভাপতির সম্মতিক্রমে পদ্মা সেতু প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পের অগ্রগতি সভায় উপস্থাপন করেন যা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	কম্পোনেন্ট/কাজের নাম	সর্বশেষ অবস্থা
১।	জাজিরা এপ্রোচ সড়ক নির্মাণ (চুক্তিমূল্য-১০৯৭.৩৯ কোটি টাকা)	অগ্রগতি প্রায় ২২%।
২।	মাওয়া এপ্রোচ সড়ক নির্মাণ (চুক্তিমূল্য-১৯৩.৪০ কোটি টাকা)	অগ্রগতি প্রায় ১৫%।
৩।	সার্ভিস এরিয়া-২ (চুক্তিমূল্য-২০৮.৭১ কোটি টাকা)	অগ্রগতি প্রায় ১৫%।
৪।	মূল সেতু নির্মাণ (প্রাক্কলিত ব্যয়-৯১৭২.১৭ কোটি টাকা)	কারিগরী মূল্যায়নে কৃতকার্জ ৩টি প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক দরপত্র দাখিলের জন্য তাদেরকে অনুরোধ জানানো হয়েছে, যা দাখিলের সর্বশেষ তারিখ ২৪/০৪/২০১৪।
৫।	নদীশাসন কাজ (প্রাক্কলিত ব্যয়-	প্রি-কোয়ালিফাইড ৬টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৫টি প্রতিষ্ঠান কারিগরী

ক্রমিক নং	কম্পোনেন্ট/কাজের নাম	সর্বশেষ অবস্থা
	৫৩৬২.৬৮ কোটি টাকা)	দরপত্র দাখিল করেছে। কারিগরী দরপত্র মূল্যায়ন চলমান আছে।
৬।	জাজিরা কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডের নদীতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ	অগ্রগতি ৯১%।
৭।	ভূমি অধিগ্রহণ	এ পর্যন্ত মোট ১১০৩.৭২ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণ বাবদ ১০৬৯.৭৬ কোটি টাকা সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে পরিশোধ করা হয়েছে।
৮।	পুনর্বাসন এলাকায় ক্ষতিগ্রস্তদের প্লট হস্তান্তর	মোট প্লট সংখ্যা ২২০৩টি (আবাসিক-২১২৩টি এবং বাণিজ্যিক ৮০টি)। এর মধ্যে এ পর্যন্ত কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ৬৭৪ টির বিপরীতে ৫৮১টি প্লট হস্তান্তর করা হয়েছে।
৯।	৪টি পুনর্বাসন এলাকায় Boundary wall, Pond Ghat, Culvert, Approach Road নির্মাণ	ভৌত অগ্রগতি ৮৭%।
১০।	জাজিরা এপ্রোচ সড়ক, মাওয়া এপ্রোচ সড়ক ও সার্ভিস এরিয়া-২ এর নির্মাণ কাজ তদারকীর জন্য Construction Supervision Consultant (CSC) নিয়োগ	Special Works Organization (SWO-West), Bangladesh Army in Association with BRTC, BUET-কর্তৃক নির্মাণ কাজ তদারকী চলমান আছে।
১১।	মূল সেতু এবং নদীশাসন কাজের নির্মাণ কাজ তদারকির জন্য CSC নিয়োগ	৫টি Short listed প্রতিষ্ঠান বরাবর RFP ইস্যু করা হয়েছে, যা জমা দেওয়ার সর্বশেষ তারিখ ০৬/৪/২০১৪।
১২।	পরিবেশ কার্যক্রম	জাজিরা কনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডের Buffer Zone এবং অস্থায়ী পুনর্বাসন এলাকায় ২১,৬৩০ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপনের পূর্ব প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম চলমান আছে।
১৩।	নদীশাসন কাজের Up Stream-এ প্রতিরক্ষামূলক কাজ	গত ১১/০৩/২০১৪ তারিখে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পানি উন্নয়ন বোর্ডের ডিজাইনে আপদকালীন প্রতিরক্ষামূলক কাজ চলমান আছে।
১৪।	ফেরীঘাট, লঞ্চঘাট ও স্পীডবোট ঘাট অন্যত্র স্থানান্তর	১১/০৩/২০১৪ তারিখে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক ফেরীঘাট, লঞ্চঘাট ও স্পীডবোট ঘাট অন্যত্র স্থানান্তর কার্যক্রম চলমান আছে।
১৫।	পদ্মা সেতু প্রকল্প এলাকায় ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেডের সেনানিবাস স্থাপন	০৫/০২/২০১৪ মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় ৯৯ কম্পোজিট ব্রিগেড স্থাপনে আলাদা ডিপিপি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
১৬।	ডিজাইন পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম	ডিজাইন পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Maunsell Ltd. AECOM কর্তৃক মূল সেতু এবং নদীশাসন কাজের দরপত্র মূল্যায়ন চলমান আছে এবং ফেব্রুয়ারি ২০১৪ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২১৪.১৭ কোটি টাকা।

৩.২। সভায় সভায় পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সদস্য বলেন যে, সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি সংক্রান্ত পরিপত্রে বিনিয়োগ প্রকল্প সর্বোচ্চ দুই বার সংশোধন করার বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে। পদ্মা সেতু প্রকল্প কারিগরি দিক থেকে অত্যন্ত জটিল একটি প্রকল্প হওয়ায় এর বাস্তবায়ন পর্যায়ে নতুন নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে এবং এ জন্য প্রকল্পটি বহুবার সংশোধনের প্রয়োজন হতে পারে বিধায় পরিপত্রের বর্ণিত নির্দেশনা হতে পদ্মা সেতু প্রকল্পকে অব্যাহতি প্রদানের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পত্র প্রেরণের সুপারিশ করেন। সভায় উপস্থিত বোর্ডের সম্মানিত সদস্যগণ এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

৩.৩। আলোচনান্তে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

(ক) সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি সংক্রান্ত পরিপত্রে উল্লিখিত বিনিয়োগ প্রকল্প সর্বোচ্চ ০২ বার সংশোধন করা সংক্রান্ত নির্দেশনা হতে পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পকে অব্যাহতি প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ যথাযথ প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে পত্র প্রেরণ করবে;

(খ) আগামী ১৯/৪/২০১৪ তারিখ সেতু কর্তৃপক্ষের বোর্ডের সম্মানিত সদস্যগণ পদ্মা সেতু প্রকল্পের অধীনে সম্পাদিত এবং চলমান কাজসমূহ পরিদর্শন করবেন। পদ্মা সেতু প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক পরিদর্শনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন;

(গ) জুন ২০১৪ এর মধ্যে মূল সেতুর কারিগরি ও আর্থিক দরপত্র মূল্যায়ন সম্পন্ন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন নিয়ে নির্বাচিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে। পদ্মা সেতু প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।

আলোচ্যসূচি-৪: "বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা, ২০১৩" এবং "বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) আনুতোষিক (গ্রাচুইটি) তহবিল বিধিমালা, ২০১৩" <u>চূড়ান্ত অনুমোদন</u>

৪.১। বর্ণিত বিধিমালা দুটি উপস্থাপন করে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, সেতু কর্তৃপক্ষের চাকরি প্রবিধানমালার ধারা ৫১ ও ৫২ অনুযায়ী সেতু কর্তৃপক্ষে সরাসরি নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য Contributory Provident Fund (CPF) এবং Gratuity চালু করা হয়। তবে এ সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ বিধি না থাকায় এ সংক্রান্ত দুটি খসড়া বিধিমালা প্রস্তুত করে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের ভেটিং গ্রহণ করা হয়। লেজিসলেটেভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগের মতামত অনুযায়ী বিধিমালা দুটি সেতু বিভাগের নির্দেশনা অনুযায়ী সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি প্রায়োগিক দিক পর্যালোচনা করে কিছু সংশোধনী প্রস্তাব করে। সে অনুয়ায়ী বিধিমালা দুটির কিছু সংশোধন করা হয়েছে। খসড়া বিধিমালা দুটি অনুমোদনের জন্য অনুরোধ জানানো হলে Rules of Business অনুযায়ী অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ সাপেক্ষে অনুমোদনের বিষয়ে সভায় সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়।

৪..২। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:

"বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) প্রদেয় ভবিষ্য তহবিল বিধিমালা, ২০১৩" এবং "বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) আনুতোষিক (গ্রাচুইটি) তহবিল বিধিমালা, ২০১৩" অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ সাপেক্ষে সভায় অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচি-৫: ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ নির্মাণের লক্ষ্যে ৭.৩৮ একর জমি সেনাবাহিনীকে ব্যবহারের <u>অনুমতি প্রদান</u>

৫.১। ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ নির্মাণের লক্ষ্যে ৯৯তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ৭.৩৮ একর জমির ব্যবহারের অধিকার প্রদান করার বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মতামত চাওয়া হলে ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত প্রচলিত আইন/অধ্যাদেশ/ম্যানুয়েল অনুযায়ী এক সংস্থা কর্তৃক অধিগ্রহণকৃত জমি অন্য সংস্থাকে ব্যবহার করার অনুমতি প্রদানের সুযোগ নেই এবং সেনাবাহিনী উক্ত জমি তাদের অনুকূলে হস্তান্তরের প্রস্তাব করলে ও সেতু কর্তৃপক্ষ হস্তান্তরে সম্মত থাকলে আইন অনুযায়ী তা বিবেচনা করা হবে মর্মে মতামত প্রদান করে। এ প্রেক্ষিতে সেনাসদর বর্ণিত জমি সেনাবাহিনীর অনুকূলে স্থায়ীভাবে হস্তান্তরের অনুরোধ জানায়। বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় একটি উন্নত মানের স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হলে সেতু এলাকায় কর্মরত সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের এবং ঐ এলাকার গরীব/ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সন্তানদের ভর্তির কোটা থাকবে। সভায় বর্ণিত জমি সেনাবাহিনীর অনকূলে হস্তান্তরের প্রস্তাব করা হলে কার্যপত্রের অনুচ্ছেদ ৫.৩ প্রত্যাহার এবং ভূমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত প্রচলিত আইন/অধ্যাদেশ/ম্যানুয়েল অনুসরণ সাপেক্ষে উক্ত জমি সেনাবাহিনীর অনুকূলে হস্তান্তরের বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

৫.২। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:

(খ) কার্যপত্রের অনুচ্ছেদ ৫.৩ প্রত্যাহার এবং ভূমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত প্রচলিত আইন/অধ্যাদেশ/ম্যানুয়েল অনুসরণ সাপেক্ষে "বিবিএ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ" নির্মাণের জন্য ৭.৩৮ একর জমি সেনাবাহিনীর অনুকুলে হস্তান্তরের বিষয়টি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

আলোচ্যসূচি-৬ <u>বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় সেতু ভবন-এর ৭ম হতে ১২ তলা পর্যন্ত নির্মাণ</u>

৬.১। বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় "সেতু ভবন" রাজউক লেআউট ড্রয়িং এ ৭ম তলা হতে ১২ তলা পর্যন্ত আবাসিক হিসেবে এবং অনুমোদিত পত্রে বাণিজ্যিক ইমারত হিসেবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বাণিজ্যিক ইমারত হিসেবে ২য়- ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত বিদ্যমান ডিজাইন/ড্রয়িং অনুযায়ী ৭ম হতে ১২ তলা পর্যন্ত Vertical Extension কাজের প্রাক্কলন প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রাক্কলিত ব্যয়ের পরিমাণ ২২,৮৪,৬৩,৪০৫.০০ (বাইশ কোটি চুরাশি লক্ষ তেষট্টি হাজার চারশত পাঁচ) টাকা। বর্ণিত Extension কাজের জন্য ইতোমধ্যে ৭টি কোম্পানী Technically Responsive বিবেচিত হয়েছে। প্রস্তাবিত 6th to 11th floor Vertical Extension বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা হলে আগামী ২০ (বিশ) বছরে বিনিয়োগকৃত অর্থ উঠে আসবে বলে সভায় জানানো হয়।

৬.২। সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত নিম্নরূপ:

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের প্রধান কার্যালয় সেতু ভবন-এর ৭ম হতে ১২তলা (6th to 11th floor Vertical Extension) পর্যন্ত নির্মাণের বিষয়টি সভায় অনুমোদিত হয়। নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পর এটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহার করতে হবে।

আলোচ্যসূচি-৭ বিবিধ-ক: <u>যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের মালিকানাধীন গাড়ীসমূহ সেতু বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন সেতুসমূহ পারাপারের ক্ষেত্রে টোল প্রদান হতে অব্যাহতি</u>

৭.১। বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, খেতাবপ্রাপ্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ পরিবার কল্যাণ পরিষদের আবেদনের প্রেক্ষিতে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের বহনকারী গাড়ীসমূহ সেতু বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন সেতুসমূহ পারাপারের ক্ষেত্রে টোল প্রদান হতে অব্যাহতি প্রদানের বিষয়টি সেতু কর্তৃপক্ষের ৯৯ তম বোর্ড সভায় অনুমোদন দেয়া হয়নি। শুধুমাত্র যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের মালিকানাধীন গাড়ীসমূহ সেতু বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন সেতুসমূহ পারাপারের ক্ষেত্রে টোল প্রদানের অব্যাহতি প্রদানের অনুরোধ জানিয়ে পুনরায় একটি পত্র প্রেরণ করা হয়েছে বলে সভায় জানানো হয়।

৭.২। আলোচনান্তে সভায় নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

(ক) যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের মালিকানাধীন গাড়ীসমূহ সেতু বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন সেতুসমূহে চলাচলের ক্ষেত্রে টোল প্রদান হতে অব্যাহতি দানের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল আইন/বিধি বিধান পর্যালোচনা করে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নিম্নরূপ কমিটি গঠন করা হয়:

১।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন), সেতু বিভাগ	আহবায়ক
২।	অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
৩।	সড়ক বিভাগের প্রতিনিধি	সদস্য
৪।	মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি	সদস্য
৫।	প্রধান প্রকৌশলী, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ	সদস্য

কমিটি গঠন সংক্রান্ত অফিস আদেশ জারীর ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে কমিটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দাখিল করবে। উক্ত রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে পরবর্তী সিদ্ধান্তের জন্য সেতু কর্তৃপক্ষ এটি বোর্ডের চেয়ারম্যান বরাবর উপস্থাপন করবে।

আলোচ্যসূচি-৭ বিবিধ-খ: <u>বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের বোর্ডের সদস্যগণের সম্মানী ভাতা পুন:নির্ধারণ</u>

৭.৩। বর্ণিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, সেতু কর্তৃপক্ষের ৯৬ তম বোর্ড সভায় সেতু কর্তৃপক্ষের বোর্ডের সদস্যদের সম্মানী বৃদ্ধি করে ২৫০০ টাকা পুন:নির্ধারণ করা হয়। বোর্ডের সম্মানিত সদস্যগণ অনেক ব্যস্ততার মাঝেও সভায় অংশগ্রহণ করে সুচিন্তিত মতামত/পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। যা সেতু কর্তৃপক্ষের কার্যক্রম যথাসময়ে এবং সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান, পদমর্যাদা এবং বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান সম্মানী ভাতার হার বিবেচনা করে সেতু কর্তৃপক্ষের বোর্ডের সম্মানিত সদস্যগণের সম্মানী ভাতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে সভায় সকল সদস্য একমত পোষণ করেন।

৭.৪। আলোচনান্তে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের বোর্ডের সম্মানিত সদস্যগণকে প্রতি সভায় অংশগ্রহণের জন্য ৪০০০.০০ (চার হাজার) টাকা হারে সম্মানী ভাতা প্রদান করা হবে। এ সিদ্ধান্ত ১০৩তম বোর্ড সভা হতে কার্যকর হবে।

আলোচনার আর কোন বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

তারিখ: /০৩/২০১৪

০১.০৩.১৪

(ওবায়দুল কাদের, এমপি)
মন্ত্রী, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ